দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 25 DEC 1980 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

14

কৃষি ভার্সিটি হলে ভাংচুর ঃ ৫টি কলেজ মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণা

গত শনি ও রবিবার দুই দফায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি হলের প্রায় ৩০টি কক্ষে ভাংচুর ও প্রায় ১০টি কক্ষে অগ্নি-সংযোগ করা হয়। এ সময় আট-দশ জন শিবির কর্মী প্রহৃত হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রঐক্যের মিছিলে শিবিরের হামলার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের মিছিল চলাকালে এই হামলা চালানো হয়। ছাত্রশিবিরের কর্মীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোয় আশ্রয় নিয়েছে। এ খবর আমাদের কৃষি ভার্সিটি সংবাদদাতার।

এদিকে আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার পর কর্তৃপক্ষ সোমবার চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ, মহসীন কলেজ ও দারুল উলম আলিয়া মাদ্রাসা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

কৃষি ভার্সিটি হলে ভাংচুর

(প্রথম পৃঃ পর)

এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সোমবার রাতের মধ্যেই আবাসিক হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। খবর ইউএনবির।

এছাড়া দু'দল ছাত্রের সংঘর্ষের পর রংপুর কারমাইকেল কলেজ ও ঝিনাইদহ কেশবচন্দ্র কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রংপুর থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান ঃ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষের ফলে রংপুর কারমাইকেল কলেজ আজ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সমস্ত পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষের জের হিসেবে এখানে গত রাত থেকে ছাত্রঐক্য ও ছাত্রশিবিরের কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। এতে ১০ জন আহত হয়। ৫ জনকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ দুপুরের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা হল ছেড়ে চলে যায়।

ঝিনাইদহ থেকে ইউএনবির খবর ঃ সোমবার দু দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষের পর ঝিনাইদহ সরকারী কেশবচন্দ্র কলেজ (কেসি কলেজ) ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সংঘর্ষে অন্ততঃ ৩০ জন ছাত্র আহত হয়।

সংঘর্ষ রোধের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের ওপর ইসলামী ছাত্রশিবিরের হামলার জের হিসাবে ছাত্রশিবিরের সমর্থকদের সঙ্গে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সমর্থকদের সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষের আগে কলেজ প্রাঙ্গণে দু পক্ষই মিছিল করে। ছাত্রশিবিরের তিনজন আহত কর্মীকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।